গীতায় আত্মব্যবস্থাপনা

(Self-management in the Gītā)

সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বা সংক্ষেপে গীতা ভারতীয় জাতির এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দু' হাজার বছর ধ'রে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির যা জনপ্রিয়তা বা প্রভাব তার সাথে গীতার তুলনা করলে গীতার গৌরব বেশী বৈ কম হবে না। গীতার বিষয় কী এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে হয়, বৃহত্তর সংকটের সমাধানে কীভাবে নিজেকে তৈরী করতে হয় এখানে তার পথ বলা হয়েছে এবং সর্বোপরি মুক্তিলাভই যে চিরন্তন আদর্শ সে কথাও বলা হয়েছে। জীবনের সংযম রক্ষা, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের কার্য, অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য, কর্মের বৈশিষ্ট্য, জ্ঞানের স্থান ও মর্যাদা, ধ্যানের বৈশিষ্ট্য, ভক্তির সাহচর্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে অসাধারণ এক ব্যক্তিসত্তা কীভাবে প্রস্তুত করতে হয়, তার কথা বলা হয়েছে।

জীবন ধারণের সাথে সাথে বিস্মৃতিও আমাদের সঙ্গী। যথাযথ আচরণের পথকে মনে রাখতে পারি না। তাই বইতে বলা উপদেশগুলিকে প্রথমেই জেনে নিতে হয়। সংকটের শুরুতে তার মোকাবিলার পথ জানতে হয়। পরীক্ষিত পথের বিবরণকে পাথেয় করতে হয়। তারপর জীবনে সত্যিকারের সঙ্কটকে চিনে তার সমাধান করতে হয়। এই বই সংস্কৃতে লেখা হলেও এর বাণী ভারতীয় জাতির মর্মবাণী। আর তার বাস্তবিকতা এতই ব্যাপক যে, তা বিশ্ববাণীতে পরিণত হয়েছে।

গীতার উৎস ঃ

গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। ভীষ্মপর্বের ২৩তম অধ্যায় থেকে ৪০তম অধ্যায় পর্যন্ত মোট ১৮টি অধ্যায় নিয়ে গীতা নামে আলাদা একটি বই হ'য়ে প্রচারিত হয়েছে।

গীতার অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা ঃ

গীতায় ১৮টি অধ্যায় আছে। তাদের নাম যথাক্রমে ঃ

(১) অর্জুনবিষাদযোগ, (২) সাংখ্যযোগ, (৩) কর্মযোগ, (৪) জ্ঞানযোগ, (৫) সন্ন্যাসযোগ, (৬) ধ্যানযোগ, (৭) জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ, (৮) অক্ষর-ব্রহ্মযোগ, (৯) রাজযোগ, (১০)বিভূতিযোগ, (১১) বিশ্বরূপদর্শনযোগ, (১২) ভক্তিযোগ, (১৩) ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ, (১৪) গুণত্রয়বিভাগযোগ, (১৫) পুরুষোত্তমযোগ, (১৬) দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগযোগ, (১৭) শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ এবং (১৮) মোক্ষযোগ।